সর্বশেষ খবর

- একরাম হত্যা মামলায় আবু বক্কর, কাওসার ও পবন রিমান্ডে
- রানা প্লাজার মালিক রানাকে বাদ দিয়ে দুদকের মামলা
- বাংলাদেশে প্রথম মার্স ভাইরাস রোগী শনাক্ত
- শিশু পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার ৩
- ঢাকাসহ ৬ জেলায় নতুন ডিসি
- প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন শনিবার
- এক সাংসদের বিরুদ্ধে আরেক সাংসদের বিক্ষোভ
- সেপ্টেম্বরে ভারতের বাজারে আসছে এক্সবক্স ওয়ান
- দেশে কোন সংকট নেই, মহাসংকটে বিএনপি: নাসিম
- ব্রাজিলে বন্যায় ১১ জনের প্রাণহানি

নীড়পাতা › উপসম্পাদকিয়

স্বর্ণ নিয়ে যত কথা

ড. এ কে এনামুল হক | ২০১৪-০৬-১২ ইং

Tweet 8+1 Share Share

স্বর্ণ নিয়ে নানান আলোচনা চলছে। হঠাৎ করেই স্বর্ণ চোরাচালান সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠেকেছে বলে মনে করছেন অনেকে। অবস্থা এমন যে, বিমানের গোটা টয়লেটের দেয়ালেই আজকাল স্বর্ণ পাওয়া যাচ্ছে। আসছে
সব পথেই।

সব বিমানবন্দরে চোরাচালানকৃত স্বর্ণ পাওয়া যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, চালানকৃত স্বর্ণ খুব কমই ধরা পড়ছে। কী হচ্ছে? বিবিসির তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ কেজি স্বর্ণ চোরাচালান হয়। গত বছর ভারত সরকার স্বর্ণ আমদানির ওপর ১৫ শতাংশ হারে কর আরোপের পর থেকেই এর চোরাচালান হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। গত এক বছরে এ হার প্রায় ৩০০ শতাংশ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ হঠাৎ করেই স্বর্ণ নানাভাবে ভারতে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আমার কাছে যে বিষয়টি এখনো অপরিষ্কার তা হলো, কী হয় স্বর্ণ আমদানিতে? অর্থনীতির কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে? আমার আজকের বিবেচ্য তা-ই।

স্বর্ণ এক ধরনের সম্পদ। এককালে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীরা মসলা নিয়ে বাণিজ্যে বের হতেন আর ফিরে আসতেন বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে। মসলা বিক্রি করে ভারত (বাংলাদেশসহ) একসময় বিশ্বের অন্যতম ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ যত স্বর্ণ আসত, দেশ ততই সমৃদ্ধির পথে এগোত। স্বর্ণ ছিল সম্পদ। ভারতে এটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, স্বর্ণ গৃহিণীদের সঞ্চয়ের অন্যতম এক মাধ্যমে পরিণত হয়। অনেকে এখনো স্বর্ণের গহনাকে সম্পদ হিসেবে তুলে রাখেন। এখনো পরিবারের বিপদের দিনে গৃহিণীরা নিজের গহনা বিক্রি করে পরিবারকে দেনা মুক্ত করেন। স্বর্ণের গহনা তাদের সঞ্চয়। সঞ্চয়ের কয়েকটি উপায় আছে। তার একটি হলো ব্যাংকে টাকা জমানো। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এখনো ব্যাংকসেবা নির্ভরযোগ্য মনে না হওয়ায় কিংবা হাতের নাগালে ব্যাংক না থাকায় বহু গৃহিণী এখনো স্বর্ণের গহনা বা বিস্কুট সঞ্চয় করেন। এটা কি অপরাধ? কখনই তা হতে পারে না।

প্রশ্ন আসতে পারে, কেন নারীরা স্বর্ণকেই সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন? উত্তর সহজ, স্বর্ণের দাম যদি ব্যাংক আমানতের সুদের চেয়ে বেশি হারে বাড়ে তবে এর বিনিয়োগ অনেক বেশি গ্রহণীয়। মানুষের ব্যাংক বিমুখ আর স্বর্ণমুখী হওয়ার একটি কারণ হলো, এর অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি। স্বর্ণকে সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে মনে করার দ্বিতীয় কারণ হলো, এর বাজার সর্বত্রই বিদ্যমান। তাই স্বর্ণ যেকোনো সময় বিক্রি করে সহজে অর্থে রূপান্তর করা যায়। এর তৃতীয় কারণ, স্বর্ণ এমন একটি ধাতু, যা চির অম্লান। সবাই গ্রহণ করে। আর চতুর্থ কারণ সঞ্চিত স্বর্ণ দেখা যায়, অনুভব করা যায়, যা দেখে বা অনুভব করে মানুষ তৃপ্তি পায়। বুঝতে পারে তার একটি সম্পদ আছে। এই অনুভব তাকে আনন্দ দেয়। তাই স্বর্ণের ওপর মানুষের আকর্ষণ ছিল সর্বকালে।

স্বর্ণের নানা ব্যবহার রয়েছে। চিকিতসা থেকে শুরু করে সৌন্দর্যবর্ধনে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সামাজিক সম্পর্কে স্বর্ণের ব্যবহার রয়েছে। অর্থ হিসেবে এর ব্যবহার বহুদিন চালু ছিল। অতঃপর অর্থের পেছনের গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে এর ব্যবহার ছিল। একসময় অর্থ চালু হয়েছিল স্বর্ণের বিপরীতে। তাই এর চাহিদা সর্বত্রই। কি ধনী কি গরিব সবাই স্বর্ণের পাগল। বিয়েতে স্বর্ণদান, জন্মদিনে বা সন্তানের জন্মে মাকে স্বর্ণের উপহার প্রদান আমাদের সমাজে এখনো চালু আছে। আর যত দিন এর ব্যবহার থাকবে তত দিন স্বর্ণের চাহিদা বাড়বে। আমাদের দেশে স্বর্ণের খনি নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও এমন পরিমাণ স্বর্ণ নেই, যা বাজারে ছেড়ে এর দাম কমানো যাবে। তদুপরি দারিদ্র্যের হার কমে যাওয়ায় চাহিদা বাড়ছে। অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর দাম ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শুধু আমাদের দেশে নয়,

বিশ্বব্যাপী একই ঘটনা ঘটছে।

বহির্বিশ্বে স্বর্ণের দাম বাড়ার পেছনে দায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ। যুদ্ধে যখন অস্ত্র সরবরাহ হয়, তখন অর্থের বদলে স্বর্ণের ব্যবহার হয়, তাতে বোঝা যায় না কে কোত্থেকে কোথায় অস্ত্র সরবরাহ করছে। আবার নানা কারণে বিভিন্ন দেশের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে এসব দেশ স্বর্ণের মাধ্যমেই লেনদেন করবে। বাড়ছে স্বর্ণের চাহিদা। বাড়ছে দাম।

অর্থনীতির চিন্তায় আমি বুঝতে পারছি না কেন স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ে এতটা হম্বিতম্বি। আমার বদ্ধমূল ধারণা ইয়াবা আনার চেয়ে স্বর্ণ আনলে দেশের ক্ষতি হয় না। সমাজের ক্ষতি হয় না। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুললে আমি গবেষণা শুরু করি। একজন বললেন, স্বর্ণ অতিরিক্ত হারে ধরা পড়ার মূল কারণ এসব চালান মূলত বাংলাদেশ হয়ে ভারত যায় (কারণ ভারত গত বছর থেকে স্বর্ণ আমদানির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করেছে)। তাই আমরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছি। সত্যি যদি তা-ই হয়, তথাপি বিষয়টি কী করে অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হলো, বুঝে পাইনি। তাই পাল্টা প্রশ্ন করি, যদি ধরেই নিই যে, চালানকৃত স্বর্ণ শেষ পর্যন্ত ভারতে যায়, তবে কি তা আমরা দান করি? নাকি লাভ করে যে অর্থ পাই তা দিয়ে চাল, গরু, ডাল ইত্যাদি আমদানি করি? আমার ধারণা ঘটনা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত লাভ করছি। কারণ চোরাই করা স্বর্ণ ভারতে গেলে আমরা সম্ভবত আরো অধিক দামে তা বিক্রি করি। আর সেই অর্থের বিনিময়ে ভারত থেকে আসে আমাদের আমদানি বা চোরাচালানকৃত পণ্য। আমার পাল্টা প্রশ্ন— ভারতীয় আমদানিকারকরা যদি বাংলাদেশকে স্বর্ণ চালানের একটি পথ বলে ব্যবসা শুরু করে থাকেন, তবে তো আমরা লাভ করছি। আর সেক্ষেত্রে আমরা সম্ভবত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অর্থে মধ্যস্বত্বভোগীর কাজ করছি। আমাদের কোনো বিনিয়োগ নেই! কী ক্ষতি হবে আমাদের? ইয়াবা কিংবা ফেনসিডিলের চেয়ে এটি তো ভালো ব্যবসা!

আর স্বর্ণ যদি আমাদের দেশের জন্য আসে, তবে বলা যাবে তা মূলত আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে আমরা তার কোনো লক্ষণ দেখছি না। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার হু হু করে বাড়ছে।

আরেকটি বিষয়, দেশ থেকে নানাভাবে মানুষ বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করছে। কেউ করছে বিদেশে নাগরিক হওয়ার জন্য, কেউ করছে কোনো দেশে দ্বিতীয় বাড়ি তৈরির জন্য। রাজনীতিক, আমলা, সামরিক বা বেসামরিক বহু লোক কাজটি করছেন তা আমরা বুঝতে পারি ও জানি। তারা তো সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা পাচারে লিপ্ত। আর কেউ যদি বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে দেশে স্বর্ণ আনেন, তবে তা কি এতটাই খারাপ যে, আমরা বিষয়টি নিয়ে পত্রিকার পাতায় বিরাট খবর ছাপাচ্ছি! প্রকারান্তরে এটুকুও জানা যাচ্ছে যে, ধরা পড়া স্বর্ণের বৃহৎ অংশই সরকারি কোষাগারে
জমা হচ্ছে না।

অতএব আমার অবস্থা আপনাদের মতোই। বুঝতে পারছি না কবে, কেন, কী করে স্বর্ণের ওপর খড়্গ নেমে এসেছিল। শুরু হলো ইতিহাসের পাতা খোঁজা। দেখা গেল, ১৯৩৩ সালে প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রথম স্বর্ণ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তার কারণ ছিল ততকালীন সমাজে স্বর্ণ আর অর্থের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। মানুষ স্বর্ণ জমানোর ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ স্বর্ণের সার্টিফিকেট চালু করেছিলেন, যার মাধ্যমে অর্থ ছাড়াই লেনদেন শুরু হয়েছিল। তার এ আইনের ফলে গোটা পশ্চিমা বিশ্বে ঘটেছিল বিপ্লব। এ আইন গহনা ব্যবসায়ীদের ওপরও নিয়ন্ত্রণ চালু করেছিল। ফলে গহনা ব্যবসায়ীরা স্বর্ণে খাদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং একসময় দেখা গেল পশ্চিমা বিশ্বে ১০ ক্যারেটের গহনা চালু হয়েছে। এ আইন রহিত করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। তবে এই দীর্ঘ সময়ে স্বর্ণের গহনায় ১০ ক্যারেট একটি স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায়। আজও তাই পশ্চিমা দুনিয়ায় স্বর্ণের গহনা মানেই ১০ ক্যারেটের তৈরি।

যেহেতু ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। তাই বোঝা গেল কেন স্বর্ণের ওপর আমাদের পুলিশ কিংবা প্রশাসন এতটা রাগান্বিত। তারা এখন পর্যন্ত ওই ব্রিটিশ মনোভাবই লালন করছেন।

সব শেষে যা দিয়ে শুরু করেছিলাম। মানুষ কেন স্বর্ণকেই সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে দেখে? কারণ স্বর্ণ জমানো হলে তা কাউকে দেখাতে হয় না। ব্যাংকে অর্থ জমালে নানা প্রশ্ন করা হয়। কোত্থেকে অর্থ এল, কে দিল ইত্যাদি। ব্যাংক আমাদের গচ্ছিত অর্থের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে স্বর্ণ জমানো ঢের সহজ। স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে সরকার সর্বদাই সজাগ (বিনা কারণে), তাই এর দাম সঞ্চিত অর্থের চেয়ে অধিক হারে বাড়বেই। তাই আসুন স্বর্ণ জমাই। এ চোরাচালান বন্ধ করা যাবে তখনই, যখন আমরা স্বর্ণের চেয়ে সহজ কোনো সম্পদের সন্ধান পাব। পশ্চিমা বিশ্ব তাই স্বর্ণ নিয়ে এত হম্বিতম্বি বহু আগেই বন্ধ করে দিয়েছে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে একটি আদর্শ সঞ্চয়ের স্থান হিসেবে গড়ে তুলেছে।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট

বণিক বার্তা
© 2011-2015

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল: news@bonikbarta.com বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯